EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-885-55-00
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ড্যান মজীনা'র বক্তব্য

এডওয়ার্ড এম. কেনেডি সেন্টার ফর পাবলিক সার্ভিস এন্ড দি আর্টস
উদ্বোধনী অনুষ্ঠান
৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১২

আক্কু চৌধুরী, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ট্রাস্টি

করভি রাকশান্দ, জাগো ও ভল্যান্টিয়ার ফর বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা

ইজাজ আহমেদ, বাংলাদেশ ইয়ুথ লিডারশীপ সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা

এমকে আরেফ, ইএমকে সেন্টার পরিচালক

সাদিয়া রহমান, ইএমকে সেন্টার ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর

এডওয়ার্ড এম. কেনেডি...

সেনেটর, মানবকর্মী, বাংলাদেশের প্রেমিক, বৃক্ষ রোপণকারী ...

দি এডওয়ার্ড এম. কেনেডি সেন্টার ফর পাবলিক সার্ভিস এন্ড দি আর্টস সেনেটর কেনেডির জীবন্ত স্মারক। এই মহান মানবের জীবনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের এর চেয়ে উত্তম কোনো পথ আছে? এই চমৎকার সেন্টারটি সেনেটরের নামানুসারে নামকরণে অনুমতি দেয়ায় আমি সেনেটরের পরিবারের প্রতি আমার গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চাই।

এডওয়ার্ড এম. কেনেডি...

সেনেটর, মানবকর্মী, বাংলাদেশের প্রেমিক, বৃক্ষ রোপণকারী ...

অবশ্য বৃক্ষ রোপণকারী ... আমরা সবাই জানি যে ১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ সালে তিনি নিকটস্থ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বৃক্ষচারা রোপণ করেছিলেন এবং সেই চারাটি একটি বিশাল বটগাছে রূপান্তরিত হয়েছে যা এখন আমেরিকা ও বাংলাদেশের শক্তিশালী অংশীদারিত্ব প্রতীক।

এই চমৎকার স্থানের দিকে তাকালে আমি একটি আমি একটি চারাগাছের নার্সারি দেখতে পাই ... একটি নার্সারি যা চারাগাছে পরিপূর্ণ। এই চারাগাছগুলো চল্লিশ বছর আগে সেনেটর কেনেডির রোপণ করা নাজুক চারাগাছের মতো নয় ... বরং, এগুলো শক্তিশালী, বলিষ্ঠ, সহ্যক্ষমতাসম্পন্ন চারাগাছ ... একটি নতুন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করার জন্য, বাংলাদেশকে অল্প অল্প করে আরো ভালো স্থানে পরিণত করার জন্য তরুণরা নিজ প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে ইতিমধ্যে জাতির নতুন নেতা হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে...তরুণগোষ্ঠী, যারা বাংলাদেশের ভবিষ্যতের বটগাছে পরিণত হবে।

এই চমৎকার স্থানের দিকে তাকালে আমি একটি স্থাপনাস্থল দেখতে পাই যা শক্তিশালী, বলিষ্ঠ ও সহ্যক্ষমতা সম্পন্ন স্থপতিদের দ্বারা পরিপূর্ণ...তরুণগোষ্ঠী যারা একটি মধ্য-আয়ের বাংলাদেশ, সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য প্রযুক্তি ও দক্ষতার উন্নয়ন করছে। এই স্থপতিগণ এমন একটি বাংলাদেশ গড়ছে যা নিজের সকল নাগরিকদের

একটি মানসম্মত জীবন উপহার দিতে পারবে। এমন একটি বাংলাদেশ গড়ছে যেখানে সকলেই সুরক্ষিত, নিরাপদ বাসস্থান, পর্যাপ্ত ও পুষ্টিকর খাদ্য, ভালো স্বাস্থ্যসেবা ও মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ সহ জীবনধারণের সকল প্রয়োজন যথার্থভাবে পূরণ করতে একটি বাংলাদেশ গড়ছে তারা। এমন একটি বাংলাদেশ যে দেশ থেকে শিশুদের বিকাশ রোধ হওয়ার ঘটনা একেবারে বিলুপ্ত হয়েছে।

এই চমৎকার স্থানের দিকে তাকালে আমি বাংলাদেশের একটি সমৃদ্ধ ধান ক্ষেত দেখতে পাই যা শক্তিশালী, বলিষ্ঠ ও সহ্যক্ষমতা সম্পন্ন বপনকারীদের দ্বারা পরিপূর্ণ ...তরুণগোষ্ঠী যারা আশার বীজ বপন করছে। আগামীর দিন আজকের চেয়ে ভালো হবে, সেই আশা, একটি শান্তিময়, সুরক্ষিত, সমৃদ্ধ, সুস্থ ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ পূর্ণ বাস্তবায়নের আশা।

আপনারা কি এসব কল্পনা করতে পারেন ... একটি চারাগাছের নার্সারি, একটি স্থাপনা স্থল, একটি ধান ক্ষেত ... আপনারা কি কল্পনা করতে পারেন যে এ সবকিছুই এই ইএমকে সেন্টার হতে পারে? আসলে আপনাদের কল্পনা করার প্রয়োজন নেই ... চারদিকে তাকিয়ে দেখুন ... এখানে উপস্থিত চমৎকার তরুণদের দেখুন ... তারা একটি সোনার বাংলাদেশ গড়তে ইতিমধ্যে কঠিন পরিশ্রমে লিপ্ত।

একটি নতুন বাংলাদেশ গড়ে তোলায় আমেরিকা ও বাংলাদেশ অংশীদার হওয়ায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত, অত্যন্ত গর্বিত। আর সেনেটর কেনেডির স্মৃতিতে বাংলাদেশের পরবর্তী প্রজন্মের নেতৃবৃন্দের জন্য একটি জায়গা, একটি আবাসস্থল, একটি ভিত্তি গড়ে তুলতে আমরা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সঙ্গে অংশীদারিত্ব করায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত, অত্যন্ত গর্বিত।

জুলাই মাসে সেন্টারটির ছোটখাটো উদ্বোধনের পর থেকে গত কয়েক মাসে আমরা দেখেছি যে জাতির শ্রেষ্ঠ তরুণ নেতৃবৃন্দের অন্যতম নেতাগণ এই জায়গায় পরিপূর্ণ সুবিধা গ্রহণ করছেন। নেতৃত্ব প্রদান সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণে নেতৃত্ব প্রদান করতে বা অংশগ্রহণ করতে, মানবাধিকার কর্মশালায় নেতৃত্ব প্রদান করতে বা অংশগ্রহণ করতে, নাগরিক শিক্ষা কর্মসূচীতে নেতৃত্ব প্রদান করতে বা অংশগ্রহণ করতে শত শত তরুণ সামাজিক উদ্যোক্তাগণ এই সুন্দর জায়াগায় এসেছেন।

এই কয়েক মাসে ইএমকে সেন্টার টিইডি টকস্, মাইক্রোসফট্ সামাজিক উদ্যোক্তা ও ব্রুকলিন সঙ্গীত একাডেমীর সঙ্গেও অংশীদারিত্বে কাজ করেছে।

আর এটা ছিলো কেবল শুরু! আজকের এই জাঁকজমকপূর্ণ উদ্বোধনের সঙ্গে ইএমকে সেন্টার এখন বাংলাদেশের আজকের ও আগামীর শক্তিশালী, বলিষ্ঠ, সহ্যক্ষমতা সম্পন্ন তরুণ নেতাদের সহযোগিতার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত। এই উদীয়মান নেতৃবৃন্দের প্রজন্ম জাতিকে দীর্ঘ আকাঙ্খিত সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রত্যাশা উপহার দিচ্ছে।

বাংলাদেশ আরো উচ্চতায় নিয়ে যেতে এই নতুন নেতৃবৃন্দের যেসব দক্ষতা দরকার সেগুলো অর্জনে, যেসব প্রতিষ্ঠান দরকার সেগুলো গড়ে তোলায় আমেরিকা এডওয়ার্ড এম. কেনেডি সেন্টার ফর পাবলিক সার্ভিস এন্ড দি আর্টসের মাধ্যমে সহায়তা করতে পারছে বলে আমি আনন্দিত, গর্বিত।

ধন্যবাদ।

==========